

আজকের কাগজ'র সঙ্গে সাক্ষাৎকারে বিদিশা  
সরকারের উচিত ছিল- পরের ঘরের বউকে না ধরে, নিজের ঘরের  
জঙ্গিদের ধরা  
আগামী নির্বাচনে রংপুরে চার থেকে পাঁচটি আসনে লড়ব এরশাদের  
বিরুদ্ধে

প্রশান্ত মজুমদার



জাতীয় পার্টির বহিস্কৃত প্রেসিডিয়াম সদস্য ও এরশাদের তালাকপ্রাপ্ত  
স্ত্রী বিদিশা বলেছেন, সরকার পরের ঘরের বউকে না ধরে, আগে থেকেই  
জঙ্গিদের ধরলে দেশে জঙ্গি তৎপরতা আজ এতটা ভয়াবহরূপে নিত না।  
গত বৃহস্পতিবার তার গুলশানের নিকেতনের বাসায় আজকের কাগজকে দেওয়া এক  
সাক্ষাৎকারে তিনি দেশের জঙ্গি সমস্যা, দিনাজপুর-১ আসনের উপনির্বাচন এবং নিজের বর্তমান  
ও ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক পরিকল্পনা নিয়ে কথা বলেছেন। জাতীয় পার্টি থেকে বহিস্কৃত হলেও  
ওই পার্টির নেতা-কর্মীদের নিয়েই তিনি তার রাজনৈতিক জীবনকে সমৃদ্ধ করতে চান। বিদিশা  
জানিয়েছেন, তার আত্মজীবনীমূলক বই লেখার কাজ প্রায় সম্পন্ন। অবসর সময় কাটাচ্ছেন  
দাবা খেলে।

আজকের কাগজ: সাম্প্রতিক সময়ে দিনাজপুর উপনির্বাচনে জাপার বিদ্রোহী প্রার্থী  
মনোরঞ্জনশীল গোপাল জয়ী হওয়ায় আপনার নামটিও আলোচনায় এসেছে-এর কারণ কী?

বিদিশা: সত্যি কথা বলতে রাজনীতিতে আমার আসাটা প্রধান ভাইয়ের (জাতীয় পার্টির  
প্রেসিডিয়াম সদস্য পদ থেকে পদত্যাগকারী শফিউল আলম প্রধান) হাত ধরেই। আমি  
গোপালদার (মনোরঞ্জন শীল গোপাল) নির্বাচনী এলাকায় আয়োজিত এক বিশাল জনসভায় গত  
বছরই প্রথমবারের মতো বক্তব্য দেই। আমি যখন জেলে ছিলাম-তখন গোপাল দা মিছিল  
করেছে, মিটিং করেছে, পোস্টার ছাপিয়ে প্রতিবাদ জানিয়েছে। এ কারণে গোপাল দাকে  
এরশাদ নমিনেশন দেননি। আমি মনে করি, এ জয় দিনাজপুরের সাধারণ ভোটারদের ও প্রধান  
ভাইয়ের। এ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে সত্যের জয় হয়েছে। এটাও প্রমাণিত হল এরশাদ  
রাজনীতিক হিসেবে কত বড় ভুল করেছেন। সরকারকে খুশি করতে ঘরের বউকে বের করে  
দিয়েছেন। পার্টির জনপ্রিয় ও একনিষ্ঠ নেতাদের দল ছেড়ে যেত বাধ্য করেছেন। এ নির্বাচনে  
সেই ভুলের মাশুল দিতে হয়েছে। এক সময় এরশাদকে সবাই ছেড়ে চলে যাবে। কিন্তু এরশাদ  
কখনও নিজেকে নিজে ছেড়ে যেতে পারবেন না।

আজকের কাগজ: জঙ্গিবাদ দমনে জোট সরকার যে জাতীয় সংলাপের আয়োজন করেছে, তা কি  
জঙ্গিদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রক্রিয়াকে জোরদার করবে বলে আপনার মনে হয়? ১৪  
দল এ সংলাপে প্রত্যাখ্যান করেছে। এ বিষয়টিকেও কীভাবে দেখছেন?

বিদিশা: সত্যি কথা বলতে জঙ্গি মোকাবেলার অনেক কৌশল আছে। আর সরকারই সেটা ভালো জানে। সংলাপের মাধ্যমে এ সমস্যার সমাধান হবে বলে আমার মনে হয় না। বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো সরকারের চাইতেও বেশি মাত্রায় জঙ্গি বিরোধী ও সোচ্চার। বিরোধী দলগুলো সরকারের সঙ্গে সংলাপে অংশ নিয়ে জঙ্গি মোকাবেলা করবে, না তাদের করণীয় কী সেটা তারাই নির্ধারণ করবে। কারণ বিরোধী দলগুলো জনগণের রাজনীতি করে। সংলাপে অংশ নিলেই এ সমস্যার সামাধান হবে না বরং নিজ নিজ দলের পক্ষ থেকে এর বিরুদ্ধে সোচ্চার ভূমিকা রাখাই হল এ মুহূর্তের প্রধান কাজ।

আজকের কাগজ: শোনা যাচ্ছে, আপনি রাজনীতিতে শিগগিরই সক্রিয় হবেন- কিন্তু বাস্তবে অনেকটা নীরব জীবনযাপন করছেন?

বিদিশা: আমি ছিলাম সবসময়ে একজন হাসি.খুশি মানুষ। কিন্তু জোট সরকার আমার সবকিছু কেড়ে নিয়ে গেছে। সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগের ভুল তথ্যে এবং জাতীয় পার্টির ভেতরে থাকা প্রকৃত রাহুদের প্ররোচণায় সরকার আমার শখ ও স্বপ্নের সংসার ধ্বংস করেছে, চূর্ণ করে দিয়েছে। জোট সরকার আমার যে ক্ষতি করেছে এর থেকে আমাকে মেরে ফেললেও ভালো হতো। এরিক অসুস্থ। জোট সরকার অসুস্থ এরিককে তার মা.বাবার একসঙ্গে থাকার সর্বক্ষণিক স্বেচ্ছ থেকে বঞ্চিত করেছে। সরকার ও সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্টরা পরের ঘরের বউকে না ধরে, শুরু থেকে জঙ্গিদের ধরলে দেশে জঙ্গি তৎপরতা আজ এতটা ভয়াবহরূপে নিত না। সরকারের উচিত ছিল, পরের ঘরের বউকে না ধরে শুরু থেকেই নিজের ঘরের জঙ্গিদের ধরা। আমার ওপর দিয়ে একটি ঝড় বয়ে গেছে তা দেশবাসী জানেন। সবকিছু সামাল দিয়ে উঠতে কিছুটা সময় লাগছে। নীরবতাও তো রাজনীতির অংশ। সামগ্রিক রাজনীতি পর্যবেক্ষণ করছি। নীরবেও রাজনীতিতে ভূমিকা রাখা যায় বলে আমি মনে করি।

আজকের কাগজ: শোনা যাচ্ছে আপনার নেতৃত্বে ‘তৃণমূল জাতীয় পার্টি’ নামে একটি নতুন পার্টি শিগগিরই আত্মপ্রকাশ করছে?

বিদিশা: আমার নেতৃত্বে নয়। প্রধান ভাই এটা ভালো বলতে পারবেন। নতুন পার্টি হলে সেখানে প্রধান ভাইয়ের ভূমিকাই হবে মুখ্য। জাতীয় পার্টির সর্বস্তরের নেতা.কর্মীদের বিষয়ে জানার জন্য মানচিত্রের কাজ পুরোদমে চলছে। ইতিমধ্যে দেশের উত্তরাঞ্চলের জেলাগুলোতে এ সম্পর্কিত কাজ সম্পন্ন হয়েছে। নতুন পার্টি করার চিন্তা.ভাবনা চলছে। ঠিক কবে নাগাদ এ পার্টির নাম ঘোষণা করা হবে তা এখনই বলার সময় আসেনি। তবে জাতীয় পার্টি (এরশাদ)’র অনেক প্রেসিডিয়াম সদস্যই এরশাদের নেতৃত্বাধীন জাতীয় পার্টি ছেড়ে প্রধান ভাইয়ের সঙ্গে চলে আসার সম্ভাবনা রয়েছে।

আজকের কাগজ: নতুন পার্টি করলে, কোন জোটে যাওয়ার পরিকল্পনা আছে?

বিদিশা: রাজনীতিতে শেষ কথা বলতে কিছু নেই। আওয়ামী লীগ বা বিএনপিও কোনও ফ্যাক্টর নয়। ইতিমধ্যে অনেক দল থেকে প্রস্তাব এসেছে তবে সিদ্ধান্ত নেই নি। ভালোবেসেই জাতীয় পার্টি করেছি। তাই অন্য কোনও প্রতিষ্ঠিত দলে যোগ দেওয়ার চিন্তা.ভাবনা করছি না। মনে.প্রাণে জাতীয় পার্টি করেছিলাম। জাতীয় পার্টিকে নিজ হাতে সাজিয়ে.গুছিয়েছিলাম। কোনও জোটে যাওয়ার ক্ষেত্রে পার্টির নেতা.কর্মীদের মতামতকেই প্রাধান্য দেব।

আজকের কাগজ: সেক্ষেত্রেও, কোন ধরনের জোটে আপনার যাওয়ার সম্ভাবনা আছে?

বিদিশা: অবশ্যই মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষের শক্তিকে জোট করার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেব। কারণ আমার জগাও হয়েছে স্বাধীনতার সময়ে। জোট গঠন এমন কারও সঙ্গে করব না-যারা নীতির ন্যূনতম ধার ধারে না।

আজকের কাগজ: শোনা যাচ্ছে, নির্বাচনের সময় ঘনিজে আসায় জাতীয় পার্টির দোদুল্যমান নেতা.কর্মীরা আপনার সঙ্গে যোগাযোগ শুরু করেছেন?

বিদিশা: আসলে জাতীয় পার্টির অনেক নেতা রয়েছেন যারা এমপি হওয়ার যোগ্যতা রাখেন। কিন্তু এরশাদ কোন জোটে যোগ দেবেন এখনও সে সিদ্ধান্ত না নেওয়ায় ওইসব নেতারা দোদুল্যমান অবস্থায় রয়েছে। এরকম অনেকে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন। আমি এ ধরনের নেতাদের আগামী নির্বাচনে প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য নিজ নিজ এলাকায় জগগণের সঙ্গে মিশে কাজ করার আহবান জানিয়েছি।

আজকের কাগজ: আগামী নির্বাচনে আপনি কোথায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন?

বিদিশা: অবশ্যই রংপুর। এরশাদের বিরুদ্ধে লড়াই জনগণের পক্ষ থেকে। রংপুরে চার থেকে পাঁচটি আসনে অংশ নেব।

আজকের কাগজ: শোনা যাচ্ছে এরশাদের সঙ্গে আপনি আবার মিলে যাচ্ছেন? তাহলে কি পুরনো প্রেম আবার বাস্তবে রূপ নিচ্ছে?

বিদিশা: এরশাদ আমাকে ছেড়েছে, আমি তো তাকে ছাড়িনি। জাতীয় পার্টিতে আমার অবদান পার্টির নেতা.কর্মীরাও ভুলে যাননি। আর এরশাদের সঙ্গে ফোনে একবার কথা বললেই তো তিনি আমার স্বামী হয়ে যাবেন না। ব্যক্তিত্বের কাছে আমি কখনওই মাথা নত করব না। কোনরকম দুঃখ.কষ্ট আমাকে ঘায়েল করতে পারেনি। আমি মূলত স্প্রিচুয়ালিস্টিক (আধ্যাত্মিকতায় বিশ্বাসী)। খাজা বাবার নাম নিয়ে আমি শক্তি পাই। মেডিটেশন করে, নামাজ পড়ে শক্তি পাই। আমি একজন ইতিবাচক মনের মানুষ। শত বাধার মুখেও আমি দৃঢ়প্রত্যয় থেকে সরে আসব না। তবে এরশাদের কাছ থেকে আমি রাজনীতি শিখেছি। এরশাদ মানুষের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করেন ও মিশতে পারেন। তার ধৈর্য ক্ষমতা না থাকলেও সহ্য ক্ষমতা অনেক বেশি। এরিক আছে বলে- এরশাদের সঙ্গে একটু.আধটু যোগাযোগ করলেই তো তিনি আমার স্বামী হয়ে যেতে পারেন না। আমি মনে করি জনগণ আমার পাশে আছেন। তাদের দোয়া নিয়েই আমি এগিয়ে যেতে চাই।

আজকের কাগজ: বই লেখার কাজ কতটা সম্পন্ন হয়েছে। আর এতে কী কী থাকছে?

বিদিশা: বই লেখার কাজ প্রায় শেষ। তবে বইটি ইংরেজিতে প্রথমে লিখেছি। এখন অনুবাদ করা হচ্ছে। বাবা (কবি আবু বকর সিদ্দিক) এডিট করবেন। আশা করি আগামী বইমেলায় বইটি প্রকাশ করতে পারব। বইটি মূলত আমার আত্মজীবনীমূলক। আমার জেল জীবন, এরশাদের সঙ্গে আমার প্রেম, বিয়ে এবং এরশাদকে খুব কাছ থেকে যেমন দেখেছি তার সবই থাকছে ওই বইয়ে।